দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ ... ৬

ঢাবির রোকেয়া হলের অনার্স ভবন পরিত্যক্ত

দ্রুত হল ছাড়ার নির্দেশ ।। ছাত্রীদের ক্ষোভ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের অনার্স ভবনকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে দোতলাবিশিষ্ট ওই ভবনটি দ্রুত ছেড়ে দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে কোন প্রকার পুনর্বাসন ছাড়াই হঠাৎ ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

৩১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তর ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে হল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত রবিবার রাতে কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের অন্য ভবনে সরে যাওয়ার নোটিশ দেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাস-দুয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার কাজ চলার সময় প্রথমে ভবনটি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। এটি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তৎকালীন হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. তাজমেরী এসএ ইসলামকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি ভবনটি পর্যবেক্ষণ করে এটি ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত দেয়। এরপর বিষয়টি আরো পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যুরো অফ রিসার্চ অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টারে যোগাযোগ করে। কিন্তু সম্প্রতি তারাও ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অধিদপ্তর বিষয়টি হল কর্তৃপক্ষকে জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী আমির হোসেন জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি মেরামত না করে বরং সেটি ভেঙে নতুন দশতলা ভবন নির্মাণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারিশ করেছে। শিগগির ভবনটি ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। হলের ছাত্রীরা ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পরেও সেখানে অবস্থান করেছেন। তাদের কোন পুনর্বাসন ছাড়াই কর্তৃপক্ষ ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। ছাত্রীরা যথাযথ আবাসিক সুবিধার জন্য মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাদের দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান।

শিক্ষার্থীরা বলেন, অনার্স ভবনের সিঁড়িতে বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এই ভবনের ৩৮টি কক্ষে ১২৫ জন শিক্ষার্থী অবস্থান করেন। ছুটির কারণে বর্তমানে ১১১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা থাকায় এ মুহূর্তে অনেকের কক্ষ পরিবর্তন করতে ঝামেলা পোহাতে হবে।

হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নাজমা নূর বলেন, পরিত্যক্ত ভবনের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন চামেলী ভবনের কয়েকটি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দ্রুত সরিয়ে নেয়া হবে।

ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, শিক্ষার্থীদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য হল প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের মূল ভবনে ফাটল দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ নিচতলায় গজারি কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেস দেয়।